১৫ বছরে ১৫৫ গার্মেন্টস দুর্ঘটনা

নিহত ৩ শতাধিক

মালিকরা ধরাছোঁয়ার বাইরে

লিখেছেন **শামীমা বিনতে রহমান**

গত ১১ এপ্রিল, রাত সোয়া ১ টায় সাভারের বাইপাইলে ৯ তলা ভবনবিশিষ্ট স্পেকট্রাম স্যুয়েটার ইন্ডাস্ট্রিজের ভবন পুরোপুরি ধসে পড়ার পর গত ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ বলছে, গার্মেন্টসের মালিকের বিরুদ্ধে কোনোরকম আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আসামিদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ১৩ এপ্রিল পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) মামলা স্থানান্তরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম যা বলেছিলেন, বর্তমান তদন্ত কর্মকর্তা ওসিডিবি খোরশেদুল ইসলামও একই সুরে কথা বলছেন। অথচ মালিক শাহরিয়ার হোসেন যে নিয়মিত সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তা প্রমাণিত হয়েছে খোদ বিজিএমইএ সভাপতির কথায়। মালিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। সবই পুলিশের চোখের সামনে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, এ পর্যন্ত বিভিন্ন গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত দেড়শ'টির বেশি অগ্নিকান্ডের ঘটনায় প্রায় সাড়ে ৩শ' শ্রমিক নিহত এবং ৫ হাজারের মতো শ্রমিক আহত হয়েছে, এসব দুর্ঘটনার জন্য থানায় দায়ের করা কোনো মামলাতেই আজ পর্যন্ত একজন গার্মেন্টস মালিকের শাস্তি তো দূরে থাক, বিচার পর্যন্ত হয়নি প্রচলিত আইনে। বরং অনেক ক্ষেত্রে মামলাটিই এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মালিক কোনোদিনই অভিযুক্ত হিসেবে ধরা পড়বেন না। অথচ, প্রতিটি দুর্ঘটনার পেছনে কোনো না কোনোভাবে মালিকের মারাত্মক গাফিলতি এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের ঘটনা যুক্ত। প্রচলিত আইনে তো শাস্তি হয়ইনি, শ্রম আইনেও শাস্তি হয়নি কোনো মালিকের। অনেক বড় বড় কথা বললেও এ অপরাধে বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ কোনো মালিককে শাস্তি হিসেবে সদস্য পদও বাতিল করেনি। সাভার ট্র্যাজেডির হোতা শাহরিয়ার হোসেনদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হচ্ছে না।

শ্রমিক নয়, মালামাল উদ্ধারে ব্যস্ত মালিক পক্ষ

স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে কোনোমতে প্রাণে বেঁচে বেরিয়ে আসা শ্রমিক লাবলু মিয়া বলেন, 'ওই খানে আমি, আমার ভাইগ্না আর ছোট ভাই তিনজনেরই ডিউটি ছিল রাতে। আমি বারাইছি, ওদের খুঁজতেছি, এখনো পাই নাই।' দুর্ঘটনার পঞ্চম দিনে ভাগ্নে এবং ষষ্ঠ দিনে ছোট ভাই শাহীনুর রহমান শাহীনকে লাবলু মিয়া পচা, গন্ধ লাশ হিসেবে খুঁজে পেলেও নিজের চিকিৎসার কোনো টাকা পাননি গার্মেন্টসের মালিকের কাছ থেকে। 'এমনকি গার্মেন্টসের কেউ একটা খোঁজও নেয় নাই। এ মাসের বেতন পামু কি-না জানি না, গত মাসের বেতনও তো পাই-ই নাই।' লাবলু মিয়ার মতো অবস্থা আরো অনেকেরই। অথচ সাভারের পলাশবাড়ির বাইপাইলে দুর্ঘটনার পর যখন সেনাবাহিনী, ফায়ার ব্রিগেডের যৌথ উদ্যোগে দেয়াল সরিয়ে, রড কেটে গলিত, পচে যাওয়া লাশের উদ্ধারকাজ চলছিল, তখন পাশাপাশি চলছিল ধ্বংসস্তূপ থেকে গার্মেন্টসের বিভিন্ন মালামাল সরিয়ে

'আসামি স্পেকট্রাম গার্মেন্টসের মালিক শাহরিয়ার সাঈদ হোসেন ও হাশেম ফকিরকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না, কারণ তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'– মামলার বর্তমান তদন্ত কর্মকর্তা ওসিডিবি Lvik'yj Bmjvg

'হ্যাঁ। যোগাযোগ আছে। শাহরিয়ার সাহেব টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। তবে কোনো ফোন নম্বর দিতে পারবো না। তাহলে আমার চাকরি থাকবে না।'- বারিধারায় অবস্থিত স্পেকট্রাম ও শাহরিয়ার গার্মেন্টসের প্রধান কার্যালয়ের টেলিফোন রিসিপশনিস্ট Rwnij Bmjvg Rwni

'কারখানা স্থাপনের নিয়ম অনুযায়ী স্পেকট্রাম গার্মেন্টসের প্রধান শ্রম পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে অনুমতিপত্র দেয়া হয়নি, এটা সত্য। কিন্তু তাতে কি? এর শাস্তি হলো মাত্র ৫০০ টাকা জরিমানা! ১৯২৩ সালের আইন, বুঝলেন! বাদ দেন এসব। মালিকের পেছনে লেগে লাভ নেই।'- শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন গার্মেন্টস স্থাপনের অন্যতম প্রধান অনুমতি প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রধান শ্রম পরিদর্শকের কার্যালয়ের প্রধান পরিদর্শক Iv. wmivRDw`b

মালিকের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হোক এটা আমরা সবাই চাই। কিন্তু একবার ভাবুন, ওনার কত বড় ক্ষতি হয়েছে। এখন বিজিএমইএ'র আয়োজনে আহতদের যে চিকিৎসা খরচ দেয়া হচ্ছে, এর ৮০ ভাগই দিচ্ছেন শাহরিয়ার সাহেব। হ্যাঁ, ওনার সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে।'- Awbmyj nK, সভাপতি, বিজিএমইএ।

28 AvM÷ 2000 mv‡j †M-ve wbiUs I weivW Mv‡g©Um Gi AwMKv‡Û gviv hvq 12 kÖgK

ফেলার কর্মকান্ড। সরেজমিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, নিরাপত্তাকর্মীরা পুলিশ, পিজিএমইএ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পাশেই অবস্থিত একই মালিকের 'শাহরিয়ার গার্মেন্টসের কর্মীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে মালামালসহ বিভিন্ন জিনিস সরিয়ে নিয়ে গেছে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন উদ্ধারকর্মী ২০০০কে জানান, পার্শ্ববর্তী শাহরিয়ার গার্মেন্টসের কর্মী এবং শাহরিয়ার সাহেবের নিজস্ব লোকেরা এসে স্পেকট্রামের ভেতর থেকে উদ্ধার করা গেঞ্জির লট, মেশিনের যন্ত্রাংশ সরিয়ে নিচ্ছে। এমনকি এখান থেকে তারা নিয়মিত সব খবর যেমন, কয়টি লাশ উদ্ধার হলো, কাজ কতদূর গেলো, কে কি বলেছে, কারা কারা এসেছে, প্রতিটি খবর হয় মোবাইল ফোনে অথবা সেনাবাহিনীর উদ্ধার কাজের জন্য যে টেলিফোন রাখা আছে, সে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে মালিককে জানাচ্ছে। প্রতিদিন এ দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, 'সেনাবাহিনীর ওখান থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করার কৌশল খুবই অভিনব। একজন এসে খুব জরুরি ফোন করতে হবে এমন ভান করে টেলিফোন সেটটি হাতে নিয়ে নম্বর ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ পর বলে, ইস্ রং নম্বর হয়ে গেল। এরপর আবার ফোন করে ওপাশ থেকে উত্তর এলে নিজের নাম না বলে একটা কোড নাম ব্যবহার করে, এরপর দৈনন্দিন বিবরণ দিয়ে যায়।' তিনি আরো বলেন, এখানে যত লোক ঘোরাঘুরি করছে, এর অর্ধেকই মালিকের স্পাই।'

ভবন ধসে পড়ার সপ্তম দিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তী শাহরিয়ার গার্মেন্টসের প্রধান নিরাপত্তারক্ষী তাহের উদ্ধারকার্যের সমন্বয় অফিসকক্ষে বসে সেনাবাহিনীর উদ্ধার করা লাশের তালিকা দেখে নামগুলো একটা সাদা কাগজে তুলে নিচ্ছেন। এটা কেন করছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এমনি করছি'। এটা করতে কে বলেছে প্রশ্ন করলে বলেন, 'আমার নিজের প্রয়োজন আছে'। এই কাজ করা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, তারপরও তাকে করার সুযোগ কেন দেয়া হচ্ছে প্রশ্ন করা হলে একজন সেনা কর্মকর্তা বলেন,' থাক! বাদ দেন এসব'। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করার জন্যও মালামাল সরিয়ে ফেলা উচিত নয় এবং এ ব্যাপারে সেনাবাহিনী নজর দিচ্ছে না কেন জানতে চাইলে উদ্ধার কার্যক্রমের সমন্বয়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নিজাম আহমেদ বলেন,' আমরা এসেছি উদ্ধার করতে, ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নির্ধারণের জন্য নয়। আর আমাদের কাজের পর কে কি করলো, সেটাও দেখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।'

'মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তবে ফোন নম্বর দিলে চাকরি থাকবে না'

১১ এপ্রিল রাতে গার্মেন্টস ভবন ধসের পর ১২ এপ্রিল সাভার থানায় দন্ডবিধির ৩০৪ ও ৩৩৮ ধারা অনুযায়ী স্পেকট্রামের মালিক শাহরিয়ার সাঈদ হোসেন ও ফকির হাশেমকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এ ধারা অনুযায়ী মালিকের বিরুদ্ধে অবহেলার কারণে শ্রমিকদের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে দায় আনা হয়। মামলা হওয়ার পর সাভার থানার নজরদারির মধ্যে আসামি হিসেবে অভিযুক্ত মালিক দু'জনের ঘনিষ্ঠ লোকেরা ঘোরাঘুরি করছে এবং তাদের কাউকেই পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে না বলে অভিযোগ ওঠে। এমনকি খবরের কাগজে সাভারের গার্মেন্টস দুটির প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা প্রকাশিত হওয়ার পরও সেখানেও পুলিশ যায়নি। বারিধারার 'কে' ব্লকে অবস্থিত ১৪ নম্বর সড়কের ২ নম্বর বাসায় অবস্থিত কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে মালিকদের কেউ নেই, তবে তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাকারী কয়েকজন কর্মী আছেন। এদের একজন টেলিফোন রিসিপশনিস্ট জহিরুল ইসলাম জহিরকে পুলিশ এসেছে কি-না বা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'না কেউ আসেনি। শাহরিয়ার সাহেব কোথায় প্রশ্ন করলে বলেন,' উনি কোথায়, তা তো জানি না।' তিনি আরো বলেন, 'দেখেন, ওই দুর্ঘটনা ঘটার পর এখানে সবাই আসা বন্ধ করে দিছেন। তবে, সব সময় টেলিফোনে যোগাযোগ রাখেন।' শাহরিয়ার সাহেব ফোন করেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'হ্যা, ফোন করেন। মালিক সব সময় ফোন করেন, কিন্তু তার ফোন নম্বর দিলে আমার চাকরি থাকবে না।'

'হ্যাঁ! মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে' : বিজিএমইএ সভাপতি

গার্মেন্টস ভবন ধসের খবর শুনে ভোর বেলায়ই ধ্বংসস্তূপের কাছে এসে দাঁড়ায় আফসানা। স্বামীর খবর চাই তার। আফসানার অপেক্ষা, যন্ত্রণা উদ্ধার কার্যক্রমের সপ্তম দিনে (১৭ এপ্রিল) এসে প্রবল কান্না, আহাজারি আর ঘনঘন মূর্ছা যাওয়ার অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। নরম হয়ে, বেশ খানিকটা গলে যাওয়া স্বামী আবুল কালামের লাশ দেখে আর সবাই নাকে রুমাল চেপে মুখ ঘুরিয়ে নিলেও আফসানা চিনে ফেললো তার প্রিয়জনকে। স্বামীকে লাশ হিসেবে দেখতে পাবার এর আগের দিনগুলোর সম্ভাব্য আতঙ্ক বাস্তবে রূপ নিলে আফসানা বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জ্ঞান ফিরে এলেই সে বলে, 'এইডা আমার লাশ। খাড়া শরীর, কোমরে বেল্ট নাই, কালা প্যান্ট। আমি চিনছি। অয়ই আমার লাশ।' আহ রে! তুমি লাশ হইয়া ফিরলা!' স্বামীর লাশ খুঁজে পেয়ে আফসানা যেমন বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিল, প্রায় একইভাবে পাগলের মতো বুক চাপড়াচ্ছিল ভাইয়ের খোঁজে বাগেরহাট থেকে আসা আনসার আলী। চিৎকার করতে করতে আনসার আলীর গলা বসে গেছে, মুখ দিয়ে লালা ঝরে পড়ছিল, উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়ে আসছিলো। এর মধ্যেই প্রবল আহাজারি ভাই আমজাদের জন্য, 'দেবো না! দেবো না! কোনো পরিচয় দেবো না! আমার ভাইরে ফেরায়া দাও! ওরে নয়তলা! নয়তলা রে!' ২০ এপ্রিল এসে উদ্ধারকাজ শেষ হলেও আনসার আলী তার ভাইকে খুঁজে পাননি।

সাভারের বাইপাইলে স্পেকট্রামের সামনে উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পর পর্যন্ত এরকম দৃশ্য ছিল সাধারণ। ক্ষতিপূরণ কি ১ লাখ দেবে না ২ লাখ দেবে বা আদৌ দেবে কি-না, এসবের কোনো হিসাব-নিকাশ ছিল না। স্বামী, ভাই বা বোন বা মা'কে জীবিত, মৃত অথবা মরার মতো বেঁচে থাকা আহত হলেও তার অস্তিত্বের সন্ধানে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছিলেন স্বজনেরা। আর এদের এ অপেক্ষার করুণ পরিণতির জন্য কে দায়ী, তা নির্ধারণের চেয়ে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) বিষয়টিকে গাণিতিক অনুবাদ করে। বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে সাভারে

গার্মেন্টসে দুর্ঘটনা (১৯৯০-২০০৫)

তারিখ	গার্মেন্টসের নাম, ঠিকানা	নিহত
২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০	সারাকা গার্মেন্টস, সেকশন-১০, মিরপুর	২৭
২ মার্চ, ১৯৯৫	৫ পোস্টার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, পল্লবী	১০
২৪ জুন, ১৯৯৬	ট্রাইমুড/সানটেক্স, পল্লবী	১১
৫ আগস্ট, ইব্রাহিমপুর	লুসাকা গার্মেন্টস, ইব্রাহিমপুর	৯
১৯৯৬	নভেলী গার্মেন্টস, মহাখালী	৫
১৯৯৬	তামান্না গার্মেন্টস, মিরপুর	২৭
১৯৯৬	তহিদুল ফ্যাশন, শ্যাওড়াপাড়া, মিরপুর	১৪
১৯৯৭	রহমান এন্ড রহমান, মিরপুর	২২
১৯৯৭	সাংহাই ও জাহানারা গার্মেন্টস	২৪
১৯৯৮	ফিনিক্স গার্মেন্টস	১০
১৯৯৯	রোজ গার্মেন্টস, গাজীপুর	৫
২০০০	গ্লোব নিটিং, বনানী	১২
২৭.৮.২০০০	ডোরা গার্মেন্টস, গুলশান	১২
২৫ নবেম্বর ও ২০০০	চৌধুরী নীটওয়্যার, শিবপুর, নরসিংদী	৫৩
৮ আগস্ট, ২০০১	মাইকো সুয়েটার, মিরপুর	২৪
৩ মে, ২০০৪	ওমেগা ও শিফা এ্যাপারেলস, মিরপুর	৮
৭ জানুয়ারি, ২০০৫	সান নীটিং এন্ড প্রসেসিং, সিদ্ধিরগঞ্জ	২৩

m Î : RvZxq MvŠg›Um kªgK †dWv‡ikb Ges AvBb I mvwjk †K›`

প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করা মেহেদী হাসান বেলাল জানান, আহতদের চিকিৎসার জন্য স্পেকট্রামের মালিক শাহরিয়ার সাঈদ হোসেন গত ২০ এপ্রিল পর্যন্ত সাড়ে ৩ লাখ টাকা দিয়েছেন আর বিজিইএমইএ দিয়েছে ৫ লাখ টাকা।

বিজিএমইএ'র সভাপতি আনিসুল হক স্পেকট্রামের মালিক শাহরিয়ার সাঈদ হোসেন সম্পর্কে বলেন, 'উনাকে আমি মুখচিনি। দুর্ঘটনার পর আমি সাভারে গেছি। এরকম ঘটনা হলে কি হয়-ঘটনাস্থলে স্লোগান হবে, মালিকের লোকজনদের অন্যরা মারবে, স্ট্রাইক হবে, তাই না? কিন্তু আমি ওখানে গিয়ে এরকম দেখিনি। সবাই বলেছে মালিক খুব ভালো।'

সাপ্তাহিক ২০০০কে আনিসুল হক আরো বলেন, 'বিল্ডিং ভেঙেছে, এ জন্য মালিক দায়ী। এজন্য তার শাস্তি হওয়া উচিত মনে করি। কিন্তু জানেন, বিজিএমইএ তো শুধু এরেঞ্জ করে, এই যে যা টাকা এখন খরচ হচ্ছে, লাশ বাড়ি পাঠানো, বিভিন্ন হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার খরচ, এর ৮০ ভাগই মালিক দিচ্ছে। তাদের অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।' আপনি তো মালিকের ব্যাপারটাই দেখছেন, মালিক বলে মালিকের যাতনা বোঝার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এতগুলো শ্রমিক মারা গেল, আর সে জন্য মালিককে দায়ী করবেন না বা তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিবেন না? এ প্রশ্ন করা হলে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'দেখুন বিজিএমইএ তো আর রেগুলেটরি বডি নয় যে তারা ব্যবস্থা নেবে। তবে মালিক যদি আইনগত ভুল করে থাকেন, তবে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হওয়া উচিত মনে করি।' এ রকম অনেক কিছুই মনে করে বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ। তবে শ্রমিকদের জন্য কিছু করাকে তারা 'দয়া-দাক্ষিণ্য' বলে মনে করে। নিয়মিত বেতন-ভাতা না দেয়া, জোর করে ওভারটাইম করানো, যখন-তখন ছাঁটাই ও বেতন কাটা গার্মেন্টসগুলোর নিত্য চিত্র। এদিকে তাদের কোনো নজর নেই।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর শুধুই নামসর্বস্ব ?

একটা গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য রাজউক ও ফায়ার ব্রিগেড থেকে অনুমোদনের পাশাপাশি শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর বিভাগের অনুমতিপত্র খুবই জরুরি। কারণ এ অনুমতিপত্রে যাচাই করা হয় প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু শ্রমিকের উপযোগী আর তা যাচাই হয় প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী। এ অনুমোদন ছাড়া গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ অনুমোদনের মধ্যে ভবন, ভবনে ঝুঁকি আছে কি-না, তাপমাত্রা কত ডিগ্রি, শ্রমঘন্টা মানা হয় কি-না, ওভারটাইম, মজুরি ইত্যাদি যাচাই করা হয় কি-না। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল হক আমিন বলেন, 'শ্রম আইনে শাস্তি খুব গুরুদন্ড নয়। কিন্তু যে বিধান আছে যেমন- একজন শ্রমিক দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করবে, রাতের শিফটে শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো যাবে না নিয়মিত পারিশ্রমিক দিতে হবে, এমনকি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানটিতে কত ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকা দরকার তা-ও বলে দেয়া আছে এবং এসব লঙ্ঘন হলে মালিকের শাস্তি এবং শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দেয়ার আইন রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রধান শ্রম পরিদর্শক এসব বিধান না মানায় কোনো মালিককে শাস্তি দেয়নি। অথচ আইনের প্রয়োগ হলে আর কিছু না হোক দৃষ্টান্ত তো স্থাপিত হতো।'

শ্রম পরিদপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্পেকট্রাম প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সময় এ মন্ত্রণালয় থেকে কোন অনুমতি নেয়া হয়নি। সূত্র জানায়, স্পেকট্রামের মতো টঙ্গী-গাজীপুরসহ ঢাকার প্রান্তের বেশ কিছু এলাকায় যেসব গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, তা অনুমতি ছাড়াই বা নামমাত্র ছাড়পত্র দিয়ে গড়ে উঠছে। সে কারণে এসব গার্মেন্টসে নিয়মানুযায়ী কাজের পরিবেশ নেই। জানা গেছে, গার্মেন্টস স্থাপনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শনের বিষয় হলো জরুরি বহির্গমন পথ। বিজিএমইএ সূত্র অনুযায়ী, ঢাকা শহরেই এরকম পথ নেই ২২৯টি গার্মেন্টসে। অবশ্য পরিদর্শন পরিদপ্তরের কাছে এ জাতীয় সঠিক কোনো হিসাব নেই। পরিদপ্তরের প্রধান শ্রম পরিদর্শক ডা. সিরাজউদ্দিনকে স্পেকট্রাম গার্মেন্টসের অনুমতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের আগে কোনো অনুমতি নেয়া হয়নি। শুরু হবার পর এর মধ্যে পরিদপ্তরও কোনো পরিদর্শন করেননি সেখানে। তিনি আরো বলেন, ' শ্রম আইন অনুযায়ী আইন লঙ্ঘন করলেও শাস্তি তো বড় জোর ৫০০ টাকা জরিমানা। এর বেশি তো কিছু নয়।' স্পেকট্রাম গার্মেন্টসের মালিকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে কি না প্রশ্ন করলে শ্রম মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান পরিদর্শক (কারখানা, ঢাকা বিভাগ) নুরুল হক বলেন, 'কিভাবে ব্যবস্থা নেব? নিহত শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২১ হাজার টাকা করে যেন পায়, আমরা শুধু সে ব্যবস্থাই নিচ্ছি।'

মামলার তদন্ত সাভার থানা থেকে ডিবিতে

১২ এপ্রিল সাভার থানায় মামলা হওয়ার পর ১৩ এপ্রিল মামলাটি ডিবিতে স্থানান্তরিত হয়। মামলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি-ডিবি খোরশেদুল আলম বলেন, আমরা তদন্ত করছি। এর মধ্যে রাজউক, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, গণপূর্ত বিভাগকে চিঠি দিয়েছি, কেন ভবনটি ধসে পড়লো জানার জন্য।' অভিযুক্ত আসামিরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে কি না- এ প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, না। তারা দেশেই আছেন।

'তবে তাদের ধরতে পারছেন না কেন?'

আমরা তাদের খুঁজে পাচ্ছি না।

তারা তো প্রায় প্রকাশ্যেই চলাফেরা করছেন, বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, তাহলে ধরছেন না কেন?

দেখেন, একজন আসামির সঙ্গে অনেক ধরনের যোগাযোগ অনেকের থাকতে পারে, তাই বলে তো সেই যোগাযোগ ধরে তাকে ধরা যায় না।'

একের পর এক গার্মেন্টস দুর্ঘটনা : মালিক ধরাছোঁয়ার বাইরে

১৯৯০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দেশে গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডে দুর্ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। এসব ঘটনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মামলা হয়েছে, তবে কোনো মামলাতেই মালিকের শাস্তি হয়নি।

৩ শতাধিক গার্মেন্টস শ্রমিক জীবন দিয়েছে : এই মৃত্যুর দায় কার

বিজিএমইএ এখন পর্যন্ত গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে ১৫৫টি অগ্নিকান্ডে ১১৫ জন শ্রমিকের প্রাণ হারানোর কথা বললেও জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন শুধু ভয়াবহ দুর্ঘটনা হিসেবে ১৯৯০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ৩২টি দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার কথা জানায়। যেখানে নিহতের সংখ্যা ২৯১ এবং আহতের সংখ্যা ১৭৮২ জন। প্রকৃতপক্ষে, এ পর্যন্ত কতগুলো প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে আর এতে হতাহতের সংখ্যা কত- এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো হিসাব কোথাও নেই। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তদন্ত ইউনিটের সিনিয়র তদন্ত কর্মকর্তা শেখ নাসির আহমেদ জানান, অগ্নিকান্ডে নিহতের সংখ্যা সাড়ে তিন'শর মতোই হবে।

সংখ্যা যাই-ই হোক, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব দুর্ঘটনার প্রায় সবগুলোই হয়েছে মালিকের গাফিলতির কারণে। এ পর্যন্ত সংঘটিত অগ্নিকান্ডের ঘটনাগুলো যাচাই করে দেখা গেছে, মারা যাওয়ার কারণ ভবনে বিকল্প সিঁড়ি না থাকা বা থাকলেও খুবই সরু, রাতের শিফ্‌টে প্রধান ফটকে তালা দিয়ে জোর করে ওভারটাইম করানো। এর প্রতিটি শ্রম আইনের লঙ্ঘন এবং প্রচলিত দন্ডবিধি অনুযায়ী 'অবহেলার কারণে মৃত্যু' ধারায় অভিযুক্ত।

স্পেকট্রাম গার্মেন্টসে দুর্ঘটনার আগে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে নরসিংদীর শিবপুর থানায় অবস্থিত চৌধুরী নীটওয়্যারে অগ্নিকান্ডের ঘটনায়। ওখানে আগুনে পুড়ে মারা গেছে ৫৩ জন শ্রমিক আর আহত হয়েছিল ২০০ জন। মামলার নথি খুঁজে দেখা গেছে, ২০০১ সালের ২৬ নবেম্বর শিবপুর থানায় তখনকার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাজী মঈনুদ্দিন বাদী হয়ে দন্ডবিধির ৩০৪ ধারায় যে মামলাটি (মামলা নং ১৫) দায়ের করেন, তাতে আসামির নামের জায়গায় লেখা হয় চৌধুরী নীটওয়্যার লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ, মিলের কিছু কর্মচারী, অগ্নি নির্বাপক চালক ও গেটম্যান। বিষয়টি নিয়ে শ্রম আইনে পারদর্শী অ্যাডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'মামলাটিতে আসামির নাম এমনভাবে দেয়া হয়েছে, যাতে করে মালিকপক্ষ যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন।' ২০০৪ সালের ৩ মে মিরপুর ১ নম্বরে অবস্থিত মিসকো সুপার মার্কেটে ওমেগা স্যুয়েটার লিমিটেড ও শিফা এপারেলস নামে দুটি গার্মেন্টসে আগুন লাগার ঘটনায় ৮ জন মারা যায়। একই দন্ডবিধির আওতায় মিরপুর থানায় মামলা হয়। মামলার বর্তমান অবস্থা বিষয়ে থানায় যোগাযোগ করা হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইন্তেজার সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, মামলাটির এফআইআর জমা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আগুন লাগার পর হুড়াহুড়ির কারণে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। মালিককে অবহেলাজনিত কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি।

'কিছু দেখি কিছু দেখতে পাই না'

১৯৭০ সালে মুক্তিযুদ্ধের আগে বাংলাদেশে গার্মেন্টস ছিল মাত্র ১টি, ১৯৭৭ সালে এসে এ সংখ্যা হয় ৮টি, ১৯৮৪ সালে এসে তা ৭০ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮৭তে। এরপর গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকে। ১৯৯৮ সালে ২ হাজার ৬৫০ এবং বিজিএমইএর সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী এ সংখ্যা এখন ৪ হাজারের বেশি। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৬ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। অথচ প্রচলিত আইনের প্রশংসা না থাকায় প্রায় ২০ লাখ শ্রমিকের এ শিল্প খাতটি মাত্র ৫ হাজার মালিকের রক্ষকই হয়ে উঠছে। ব্যাপকহারে গার্মেন্টস স্থাপনে যেমন একটা বড় ছিন্নমূল অংশ, বিশেষ করে নারী শ্রমকে অর্থনৈতিক গুরুত্বের মাত্রা দিতে পেরেছে, নারীকে ঘর থেকে বের করে এনে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে, অন্যদিকে শ্রমকে সস্তা করে রাখা এবং শ্রমিকের জীবন নিরাপত্তাহীন করে ফেলায় প্রশ্ন উঠেছে, এ শিল্প খাতটি কি ক্রমশই এরকম মালিক-শ্রমিকের অসম বিন্যাসেই এগোবে? সাভারের স্পেকট্রাম গার্মেন্টসের ভবন ধসে পড়ার ঘটনায় রাজউক ও বিজিএমইএ'র তদন্ত কমিটির কারণ যাচাই করা এবং মামলার তদন্তে কারণ বের হয়ে আসার আগেই তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণে দেশের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মূলত ভবন নির্মাণের ত্রুটির কারণে। ঘটনাস্থলে রাজউক, ফায়ার ব্রিগেড এবং সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ পৃথক পৃথকভাবে জানিয়েছেন, ৯ তলা বিশিষ্ট ভবনটি নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি নেয়া হয়নি। ফলে ভবন নির্মাণ ত্রুটির প্রধান দায় মালিকের। অন্যদিকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে মালিকগণ দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করছে।

এ পর্যন্ত সংঘটিত গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দুর্ঘটনার কারণ এবং দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার বিষয়টি তড়িঘড়ি করে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ঘোষণার মাধ্যমে চাপা দেয়ার চেষ্টা চলে। আর এই অপচেষ্টায় মালিক পক্ষ, পোশাক মালিকদের বাণিজ্য সংগঠন এবং সরকার ও প্রশাসন একযোগে কাজ করে। শ্রমিকের মৃত্যু যেন কোনো ব্যাপারই নয়। ১৯৯০ সালে সারাকা গার্মেন্টসে আগুন লেগে ২৪ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় প্রথম ব্যাপকভাবে নিহতদের পরিবারকে মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। ১৯৯৭ সালে এসে এ ক্ষতিপূরণ ১ লাখে উন্নীত হয়। মারাত্মকভাবে আহতদেরও চিকিৎসা খরচ দেয়ার নানা ঘোষণা থাকে। ২০০০ সালে তেজগাঁওয়ে অবস্থিত পদ্মা পলিটন নীট-এ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় কেউ মারা যায়নি, তবে আহত হয়েছে প্রায় ৫০ জন। এখানকারই আহত শ্রমিক আবুল কাশেম দুর্ঘটনায় এখন পঙ্গু, থাকেন মিরপুর ২ নম্বর সেকশনে। তিনি জানান, আগুন লাগার পর দৌড়ে নামতে গিয়ে তার পা ভেঙে যায়, টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারেননি। এখন তিনি পঙ্গু।

'কর্মজীবী নারী'র সভানেত্রী শিরিন আখতার বলেন, 'দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু হলে অথবা আহত হলে আরো বেশি ক্ষতিপূরণ আইন অনুযায়ীই শ্রমিকের প্রাপ্য। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটার পর এর কারণ ঢাকবার জন্য এবং গার্মেন্টস মালিকরা বেঁচে যাওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ফলে যেটা হয়, কিছুদিন পর সবাই চুপচাপ হয়ে যায়, মালিক গাঢাকা দেন, আর ক্ষতিপূরণের ঘোষণা ঘোষণাই থেকে যায়।'

স্পেকট্রাম স্যুয়েটার ইন্ডাস্ট্রিজের অন্যতম মালিক শাহরিয়ার সাঈদ হোসেন জোট সরকারের প্রধান অংশ বিএনপি'র সাংসদ অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমানের জামাতা এবং প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক। ফলে দুর্ঘটনার জন্য ৭২ জন নিহত এবং শতাধিক আহত শ্রমিকের পরিবার দুর্দশাগ্রস্ত ভবিষ্যৎকেই মেনে নেবে এবং পুরো বিষয়টা আগের ঘটনাগুলোর মতোই ধামাচাপা পড়ে যাবে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।